যায়যায়দিন

তারিখ ... OCT. 04. 2006 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8.....

৩৬

শেষ দিনেও কোরাম সঙ্কট ফাজিল-কামিলকে সাধারণ উচ্চ শিক্ষার সমমান দানসহ ৬টি বিল পাস

যাযাদি রিপোর্ট

ফাজিল ও কামিলকে স্নাতক এবং মাস্টার্সের সমমান করতে গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে পৃথক দুটি বিল পাস হয়েছে। বিরোধীদলীয় এমপিদের বিরোধিতার মুখে এ দুটি বিল ছাড়াও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং কারাগারে পৃ ১৫ ১১ ক.

ফাজিল-কামিলকে সাধারণ উচ্চ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মহিলা কয়েদিদের বিশেষ সুবিধা দিতে আরো চারটি বিল পাস হয়। টানা আইন প্রণয়ন কার্যসূচিতে গতকাল একই দিনে রেকর্ডসংখ্যক ছয়টি বিল পাস ও দুটি বিল পরীক্ষাপূর্বক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। বারবার কোরাম সঙ্কটের কারণে অধিবেশন পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে।

চলতি অধিবেশন অষ্টম সংসদের শেষ অধিবেশন হওয়ায় দিনের কার্যসূচিতে গত কয়েকদিন ধরেই একাধিক বিল অন্তর্ভুক্ত করা হলেও গতকাল ছয়টি বিল পাস ও দুটি বিল পরীক্ষাপূর্বক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। কোরাম সঙ্কটের জন্য বিল পাসের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। সংসদে বিল পাসে প্রয়োজনীয়সংখ্যক এমপিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে না পেরে স্পিকার তার আসনে ১৫ মিনিট কোনো কার্যসূচি ছাড়াই কোরামের জন্য অপেক্ষা করেন।

গতকাল নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। প্রশ্নোত্তর ও পয়েন্ট অফ অর্ডার পর্ব শেষে স্পিকার আইন প্রণয়ন কার্যসূচি শুরু করেন। বেলা ১টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত বিরোধী দলের এমপিদের বিরোধিতার মুখে দুটি বিল পাস হয়। এরপর স্পিকার জোহরের নামাজের জন্য সংসদ অধিবেশন আধঘণ্টার জন্য মুলতবি করেন। এ সময়ের নির্ধারিত ২০ মিনিট পর স্পিকার অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন। তখন সংসদে মাত্র ৩৭ জন এমপি উপস্থিত ছিলেন। ট্রেজারি বেঞ্চে সামনের সারিতে মন্ত্রীদের আসনে উপস্থিত ছিলেন শুধু আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।

অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের এমপি অ্যাডভোকেট রহমত আলী, শাজাহান খান ও পঞ্চানন বিশ্বাস বিল পাসের জন্য কোরাম পূর্ণ না হওয়ার বিষয়টির প্রতি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন আইনমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলেন, স্পিকার ইচ্ছা করলে তার ক্ষমতাবলে যে কোনো বিধি স্থগিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোরাম সঙ্কটের বিষয়টি তার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। আইনমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে অ্যাডভোকেট রহমত আলী বলেন, কার্যপ্রণালী বিধির যে কোনো বিধান স্থগিতের ক্ষমতা থাকলেও সংবিধান স্থগিত করার ক্ষমতা স্পিকারের নেই। মুলতবির পর অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর আগে এমপিরা মাইকেই এসব বক্তব্য দেন। কোরাম নিয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের এমপিদের বক্তব্য চলাকালে স্পিকার সরকারি দলের হুইপদের কোরাম পূরণে নির্দেশ দেন। এ সময় সরকারি দলের হুইপরা সংসদের লবি ও ভবনের বিভিন্ন স্থান থেকে এমপিদের ডেকে সংসদ কক্ষে হাজির করান। এভাবে প্রায় ১৫ মিনিট নিজ আসনে অবস্থান করার পর স্পিকার অধিবেশনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন।

আইন প্রণয়ন কর্মসূচির শুরুতেই শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক কামিল ও ফাজিলকে সাধারণ শিক্ষার সমমান দিতে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (সংশোধন) বিল-২০০৬ পাসের সুপারিশ করেন। আওয়ামী লীগের এমপি উপাধ্যক্ষ আবদুশ শহীদ, অ্যাডভোকেট রহমত আলী, ফারুক খান, শাজাহান খান, আতিউর রহমান আতিক ও পঞ্চানন বিশ্বাস, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কাদের সিদ্দিকী এবং এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির এমপি গোলাম হাবিব দুলাল বিলটি পাসের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। বিরোধী দলের তুমুল বিরোধিতার মুখেই বিলটি কণ্ঠভোটে সংসদে পাস হয়।

এরপর শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ফাজিল ও কামিলকে স্নাতক ও মাস্টার্স সমমান দিতে মাদ্রাসা এডুকেশন (সংশোধন) বিল-২০০৬ পাসের প্রস্তাব করেন। এটি পাসের ক্ষেত্রেও বিরোধী দলের এমপিরা বিরোধিতা করে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটিকে আগে আধুনিকায়ন করে তারপর সমমান দেয়া উচিত। আওয়ামী লীগের কয়েকজন এমপি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক জঙ্গিবাদের উত্থান এবং এর পেছনে জামায়াতে ইসলামীর ইন্ধন আছে বলে অভিযোগ করেন। শিক্ষামন্ত্রী তাদের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে চারদলীয় জোট সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমমান দেয়ার দুটি বিল পাসের পর সংসদে একে একে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বিল পাস হয়। শহীদ জিয়াউর রহমান বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বিল-২০০৬, কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল-২০০৬ ও সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল-২০০৬ নামে এসব বিল পাসের প্রস্তাব করেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক। বিলগুলো পাসের বিরোধিতা এবং কিছু সংশোধনী আনার দাবিতে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের অ্যাডভোকেট রহমত আলী, ফারুক খান, শাজাহান খান, আতিউর রহমান আতিক, পঞ্চানন বিশ্বাস, ডা. এম আমান উল্লাহ, এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির গোলাম মোহাম্মদ কাদের এবং কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কাদের সিদ্দিকী। তারা বলেন, শেষ সময়ে দেশের জনগণের নাকের সামনে মুলা ঝুলিয়ে রাখতে সরকার প্রতারণামূলকভাবে নতুন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে এসব বিল পাস করা হলেও বাস্তবায়ন হবে না বলে তারা অভিযোগ করেন। কয়েকজন এমপি বরিশালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পরিবর্তে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানান। আওয়ামী লীগের ডা. এম আমানউল্লাহ বলেন, সরকারের শেষ সময়ে একের পর এক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে। এসব দেখে মনে হয়, আমরা আবার প্রস্তর যুগে ফিরে যাচ্ছি। পরে বিরোধীদলীয় এমপিদের বিরোধিতার মুখে বিলগুলো কণ্ঠভোটে একে একে পাস হয়।

আইন প্রণয়ন কার্যসূচির শেষ পর্যায়ে কারাগারে মহিলা কয়েদিদের বিশেষ সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে 'কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা বিল-২০০৬' সংসদে পাস হয়। সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের পক্ষে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সংসদে বিলটি পাসের প্রস্তাব করেন।